সেবা সহজিকরণ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রেজিস্ট্রেশন সেবার পদ্ধতিকে সহজিকরণ করে বাস্তবায়নের জন্য সেবাটি অনলাইনে করার প্রক্রিয়া চলমান।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন

১) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ সহজিকরণ

২) ডোমেস্টিক ভায়োলেন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারনার পাইলটিং বাস্তবায়ন প্রসংগে।

১।উদ্ভাবনের নাম : অপরাজেয় নারী

উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে নির্যাতিত নারী ও শিশুরা যথাযথ আইনী সেবা পায় না। আশ্রয় কেন্দ্রের বোডারগণ প্রচলিত (সেলাই) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কারণে উপকৃত হয় না। "অপরাজেয় নারী" গড়ে তোলার উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় অনধিক ১৫ দিনে অভিযোগ নিষ্পত্তি, নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলন এবং প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি, বোডারদের স্বালবম্বী হওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা :- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে নির্যাতিত নারী ও শিশুরা যথাযথ আইনী সেবা পায় না। আশ্রয় কেন্দ্রের বোডার প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কারণে উপকৃত হয় না। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উদ্ভাবনে উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২।উদ্ভাবনের নাম নির্ভয়ে পথচলা

উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি অভিযোগ সংক্রান্ত কোন বাক্স না থাকা এবং বিদ্যমান কমিটি সক্রিয় না থাকায় যৌনহয়রানী শিকার স্কুলগামী মেয়েদের অভিযোগ দাখিলের সহজ ব্যবস্থা না থাকায় স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার হার বৃদ্ধি সহ বাল্য বিবাহের প্রবণতা বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা মানসিক- ভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে। "নির্ভয়ে পথচলা" উদ্ভাবন উদ্যোগটির মাধ্যমে যৌন হয়রানী সংক্রান্ত স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন, গোপনীয়তা রক্ষা করে স্কুলগামী মেয়েদের যৌন লক্ষ্যে গ্রহণ করা।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা যৌন হয়রানী শিকার স্কুলগামী মেয়েদের অভিযোগ দাখিলের সহজ ব্যবস্থা না থাকা এবং স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপনসহ এ সংক্রান্ত বিদ্যমান কমিটি সক্রিয় করার লক্ষ্যে এ উদ্ভবানে উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩।উদ্ভাবনের নাম আলোর ভূবনে নারী

উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-নির্যাতিত নারী ও শিশুরা মানসিক ভাবে হতাশাগ্রস্থ এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। সেবা প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় হয়রানির শিকার, পরনির্ভরশীল এবং বিপদগামী হয় (পাচার, দেহ ব্যবসা, মাদক ব্যবসায় জড়িত ইত্যাদি)। নারী ও শিশুদের নির্যাতনের প্রতিরোধ সেল/কমিটির মাধ্যমে নির্যাতনের প্রতিকার ব্যবস্থা নেয়া হলেও মনোসামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা নাই। "আলোর ভূবনে নারী" উদ্ভাবন উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং এর জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করা। একই সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তোলা।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা:- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল/কমিটির মাধ্যমে নির্যাতনের প্রতিকার ব্যবস্থা নেয়া হলেও মনোসামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা ছিল না। মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের মানসিকভাব উজ্জীবিত করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে "আলোর ভূবনে নারী" উদ্ভাবন উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন /রেপ্লিকেশনকৃত প্রকল্পের তালিকা ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	বাস্তবায়ন যোগ্য এলাকা
১। "স্কুল পর্যায়ে অভিভাবকদের নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভার আয়োজন করা"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ খুলনা বিভাগের সকল জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা
২। "অফিসে আগত সেবা গ্রহিতাদের নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা
৩।"মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের প্রতারণা/নির্যাতন রোধে মা সহ ছাত্রীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা করা"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ গাজীপুর জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা
৪। "বাল্য বিবাহ নিরোধ ঘন্টা"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা
৫।"ভিজিডি উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা সহজিকরণ"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা
৬। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের "উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত সহজিকরণ"।	পাইলটিং বাস্তবায়নকারী এলাকাসহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম ও এলাকা।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	বাস্তবায়ন যোগ্য এলাকা
১। নারী পুরুষের সমন্বয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।	৬৪ জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।
২। ৫১-৬১ বছর বয়সী দুঃস্থ ও অবহেলিত গ্রামীণ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।	
৩। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা।	সিলেট, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও টাংগাইল জেলায় (পাইলটিং)।
৪। ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।	ঢাকা বিভাগের ১২ জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।
৫। হাওর অঞ্চলে মৌসুম ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ।	কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার সকল উপজেলায় ।ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার নবীনগর ও নাসিরনগর উপজেলায় এবং গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায়(পাইলটিং)
৬। আগ্রহী যৌন পল্লীর যৌনকর্মী ও তাদের শিশু কিশোরদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা।	উদ্যোগটি প্রকল্প আকারে গ্রহণের লক্ষ্য পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ।
৭। জয়িতা-জয়যাত্রা (নির্বাচিত জয়িতাদের মাঝে নেটওয়ার্কিং তৈরির প্রয়াস)।	নীলফামারী জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।
৮। আত্মহত্যা প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর কিশোরী নারী পুরুষদের কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ।	শিরোনাম সংশোধন করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট (খুলনা,মুজিবনগর উপজেলা,শরনখোলা উপজেলা) এলাকায় (পাইলটিং)।
৯। নির্যাতিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ মেয়ে শিশু শ্রমিকদের স্কুলগামী করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে শিশু বান্ধব কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।	রংপুর বিভাগের ৮ টি জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।
১০। নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন।	খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।
১১। লিংকেজ করবো,স্বাবলম্বী করবো।	
১২। ক্ষুদ্রঋণ সেবা সহজিকরণ।	চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার সকল উপজেলায় (পাইলটিং)।